নব্যপ্রস্তরযুগ ও তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি:

বিস্তৃতি, জীবিকা-নির্ভর পদ্ধতি ও সামাজিক পরিবর্তন**

---

১. ভূমিকা (Introduction)

মানবসভ্যতার ইতিহাসে **নব্যপ্রস্তরযুগ (Neolithic Age)** ও **তাম্রপ্রস্তরযুগ (Chalcolithic Age)** একটি যুগান্তকারী পর্ব। এই সময়েই মানুষ সম্পূর্ণভাবে শিকারি-সংগ্রাহক জীবন ত্যাগ করে **খাদ্য উৎপাদনভিত্তিক অর্থনীতি**, **স্থায়ী বসতি**, এবং **জটিল সামাজিক কাঠামোর** দিকে অগ্রসর হয়। নব্যপ্রস্তরযুগ মানবসভ্যতার "নব্যপ্রস্তর বিপ্লব"-এর সূচনা করে, আর তাম্রপ্রস্তরযুগ সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে প্রযুক্তি ও সমাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়।

---

২. নব্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি (Neolithic Culture)

২.১ কালানুক্রমিক ও ভৌগোলিক বিস্তৃতি

- বিশ্বব্যাপী: প্রায় খ্রিস্টপূর্ব **৬০০০–৩০০০** অব্দ
- ভারতীয় উপমহাদেশে: প্রায় খ্রিস্টপূর্ব **৬০০০–২০০০** অব্দ

ভারতে বিস্তৃতি—

- উত্তর-পশ্চিম ভারত: মেহরগড়
- গাঙ্গেয় উপত্যকা
- পূর্ব ভারত (বিহার, ওড়িশা)
- দক্ষিণ ভারত (কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু)

২.২ প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

- **পালিশ করা পাথরের হাতিয়ার** (কুঠার, ছেনি, কাস্তে)
- কাঠ ও হাড়ের যন্ত্রের ব্যবহার
- মৃৎপাত্র নির্মাণের সূচনা
- তাঁত ও বয়নকৌশলের প্রাথমিক চর্চা

২.৩ জীবিকা-নির্ভর পদ্ধতি

নব্যপ্রস্তরযুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো—

- **কৃষির সূচনা** (ধান, গম, যব ইত্যাদি)
- **পশুপালন** (গরু, ছাগল, ভেড়া)

☞ খাদ্য উৎপাদন মানুষকে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা থেকে আংশিক মুক্ত করে।

২.৪ সামাজিক পরিবর্তন

- স্থায়ী গ্রামভিত্তিক বসতির উদ্ভব
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি
- পরিবার ও আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় হওয়া
- ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার সূচনা
- সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রাথমিক ইঙ্গিত

---

৩. তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি (Chalcolithic Culture)

৩.১ ধারণা ও কালপর্ব

তাম্রপ্রস্তরযুগ হলো সেই পর্ব যেখানে মানুষ **পাথরের পাশাপাশি তামার ব্যবহার** শুরু করে।

- সময়কাল (ভারত): প্রায় খ্রিস্টপূর্ব **২০০০–৭০০** অব্দ

৩.২ ভৌগোলিক বিস্তৃতি (ভারত)

- মধ্য ভারত: মালব, কায়াথা, নবর
- পশ্চিম ভারত: আহর–বনাস সংস্কৃতি
- দাক্ষিণাত্য: জোর্বে সংস্কৃতি

☞ এই সংস্কৃতিগুলি আঞ্চলিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ।

৩.৩ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

- তামার তৈরি অস্ত্র ও অলংকার
- উন্নত কৃষি সরঞ্জাম
- উন্নত মৃৎশিল্প (কালো-লাল মৃৎপাত্র)

৩.৪ জীবিকা ও অর্থনীতি

- কৃষি প্রধান জীবিকা
- পশুপালন ও শিকার সহায়ক ভূমিকা পালন করে
- বিনিময় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যের সূচনা

৩.৫ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন

- বৃহত্তর ও সুসংগঠিত গ্রাম
- সম্পদের বৈষম্য স্পষ্টতর
- সমাজে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বিকাশ

- ধর্মীয় আচার ও প্রতীকী চর্চার বিস্তার

---

৪. নব্যপ্রস্তরযুগ ও তাম্রপ্রস্তরযুগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

দিক	নব্যপ্রস্তরযুগ	তাম্রপ্রস্তরযুগ
প্রযুক্তি	পালিশ পাথর	পাথর + তামা
অর্থনীতি	প্রাথমিক কৃষি	উন্নত কৃষি ও বাণিজ্য
বসতি	ছোট গ্রাম	বৃহৎ গ্রাম
সমাজ	সরল স্তরবিন্যাস	জটিল স্তরবিন্যাস

---

৫. ঐতিহাসিক গুরুত্ব (Historical Significance)

- খাদ্য উৎপাদনভিত্তিক সমাজের পূর্ণ বিকাশ
- সামাজিক জটিলতা ও শ্রেণিবিভাজনের সূচনা
- ধাতব প্রযুক্তির সূচনা
- পরবর্তী নগর সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ

---

৬. মূল্যায়ন (Evaluation)

নব্যপ্রস্তরযুগ মানবসভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে এবং তাম্রপ্রস্তরযুগ সেই ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। যদিও এই যুগে পূর্ণ নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেনি, তবুও প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও সমাজের পরিবর্তন ভবিষ্যৎ সভ্যতার পথ প্রশস্ত করে।

---

৭. উপসংহার (Conclusion)

নব্যপ্রস্তরযুগ ও তাম্রপ্রস্তরযুগ মানবসমাজকে যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী, উৎপাদনমুখী ও জটিল সামাজিক কাঠামোর দিকে নিয়ে যায়। এই দুই যুগের সম্মিলিত অবদানেই পরবর্তীকালে নগর সভ্যতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব সম্ভব হয়।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. নব্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
2. তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো।
3. নব্যপ্রস্তরযুগ ও তাম্রপ্রস্তরযুগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

---

১. নব্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর :
নব্যপ্রস্তরযুগ মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী পর্ব, কারণ এই যুগেই মানুষ শিকারি-সংগ্রাহক জীবন ত্যাগ করে খাদ্য উৎপাদনভিত্তিক সমাজে প্রবেশ করে। নব্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলো **কৃষির সূচনা ও পশুপালনের বিকাশ**। মানুষ ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্য চাষ করতে শেখে এবং গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশু পালন শুরু করে।

প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে নব্যপ্রস্তরযুগে **পালিশ করা পাথরের হাতিয়ার** ব্যবহৃত হতে থাকে। কুঠার, কাস্তে, ছেনির মতো উন্নত যন্ত্র কৃষিকাজ ও বন পরিষ্কারে সহায়ক হয়। পাশাপাশি মৃৎপাত্র নির্মাণ, বয়ন ও তাঁতশিল্পের প্রাথমিক চর্চা শুরু হয়।

সামাজিক দিক থেকে এই যুগে **স্থায়ী গ্রামভিত্তিক বসতির উদ্ভব** ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, পরিবার ও আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় হয় এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা গড়ে ওঠে। এর ফলে সমাজে ধীরে ধীরে **স্তরবিন্যাস ও সামাজিক বৈষম্যের প্রাথমিক ইঙ্গিত** দেখা দেয়।

এই সব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে নব্যপ্রস্তরযুগ মানবসভ্যতার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণ করে।

---

২. তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো।

উত্তর :
তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি নব্যপ্রস্তরযুগের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং মানবসমাজে আরও গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে। এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো **পাথরের পাশাপাশি তামার ব্যবহার**। তামার তৈরি অস্ত্র, কৃষি সরঞ্জাম ও অলংকার প্রযুক্তিগত উন্নতির দৃষ্টান্ত।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষি এই যুগেও প্রধান জীবিকা হিসেবে বজায় থাকে, তবে কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পশুপালন ও শিকার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উদ্‌বৃত্ত উৎপাদনের ফলে

বিনিময় ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক বাণিজ্যের সূচনা ঘটে। উন্নত মৃৎশিল্প, বিশেষত কালো-লাল মৃৎপাত্র, অর্থনৈতিক বিশেষায়নের পরিচয় বহন করে।

সামাজিক ক্ষেত্রে তাম্রপ্রস্তরযুগে গ্রামগুলি আকারে বড় ও অধিক সংগঠিত হয়ে ওঠে। সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য স্পষ্ট হয়, যার ফলে **সামাজিক স্তরবিন্যাস আরও দৃঢ় হয়**। সমাজে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বিকাশ ঘটে এবং ধর্মীয় আচার, প্রতীকী বিশ্বাস ও সমাধি প্রথার বিস্তার লক্ষ করা যায়।

এইভাবে তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি সমাজকে আরও জটিল ও সংগঠিত রূপ প্রদান করে।

---

৩. নব্যপ্রস্তরযুগ ও তাম্রপ্রস্তরযুগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

উত্তর :
নব্যপ্রস্তরযুগ ও তাম্রপ্রস্তরযুগ মানবসভ্যতার ধারাবাহিক বিকাশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। উভয় যুগেই খাদ্য উৎপাদনভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে, তবে তাদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

নব্যপ্রস্তরযুগে প্রযুক্তি মূলত পালিশ করা পাথরের হাতিয়ারের উপর নির্ভরশীল ছিল, যেখানে তাম্রপ্রস্তরযুগে পাথরের পাশাপাশি তামার ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে কৃষি ও কারুশিল্পে অধিক দক্ষতা আসে। অর্থনৈতিক দিক থেকে নব্যপ্রস্তরযুগে কৃষির সূচনা ও গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে, আর তাম্রপ্রস্তরযুগে উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন, বিনিময় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

সামাজিক ক্ষেত্রে নব্যপ্রস্তরযুগে সরল সামাজিক কাঠামো ও প্রাথমিক স্তরবিন্যাস দেখা যায়, কিন্তু তাম্রপ্রস্তরযুগে সমাজ আরও জটিল হয় এবং সম্পদের বৈষম্য ও নেতৃত্বের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বসতির ক্ষেত্রেও নব্যপ্রস্তরযুগে ছোট গ্রাম এবং তাম্রপ্রস্তরযুগে বৃহৎ ও সুসংগঠিত গ্রাম গড়ে ওঠে।

অতএব বলা যায়, নব্যপ্রস্তরযুগ মানবসভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ করে এবং তাম্রপ্রস্তরযুগ সেই ভিত্তিকে আরও বিকশিত করে ভবিষ্যৎ নগর সভ্যতার পথ প্রস্তুত করে।